বাজি শিল্পে শিশুশ্রমিকদের সামাজিক প্রকল্পে সামিল করার পরামর্শ নাপরাজিতের

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্য সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুফল পৌঁছচ্ছে না শিশুশ্রমিকদের কাছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় এই তথ্য জানতে পেরেছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন।

দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগে বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিশুশ্রমিকদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করেছিল মানবাধিকার কমিশন। সেই সমীক্ষা থেকেই এই তথ্য জানতে পেরেছে কমিশন। সমীক্ষা শেষে রাজ্য সরকারকে কিছু পরামর্শ দিয়েছে কমিশন। যার মধ্যে অন্যতম, শিশুশ্রম বন্ধ করতে অবিলম্বে বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের 'কন্যাশ্রী'র মতো বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে যুক্ত করা হোক। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিক বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

কমিশনের তরফে রাজ্য সরকারকে দেওয়া পরামর্শ থেকে স্পষ্ট, বাজি শিল্পে শিশুশ্রম ঠেকাতে এতদিন কোনও সরকারই কড়া পদক্ষেপ করেনি। একইভাবে সবরকম নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাজি কারখানাগুলি ব্যবসা চালালেও প্রশাসন উদ্যোগী হয়ে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।।

ওই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, হাওড়ার বাগনান, বেলুড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নুঙ্গি, বজবজ, মহেশতলা এবং উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জ এলাকায় প্রচুর বাজি কারখানা রয়েছে। রাজ্য সরকারকে দেওয়া পরামর্শে বলা হয়েছে, সেখানে শিশুশ্রম বন্ধ করতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক, দমকল এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে অবিলম্বে নিয়মিত অভিযান চালাতে হবে। প্রয়োজন হলে শিশুশ্রম আইনে ব্যবস্থা নিতে হবে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

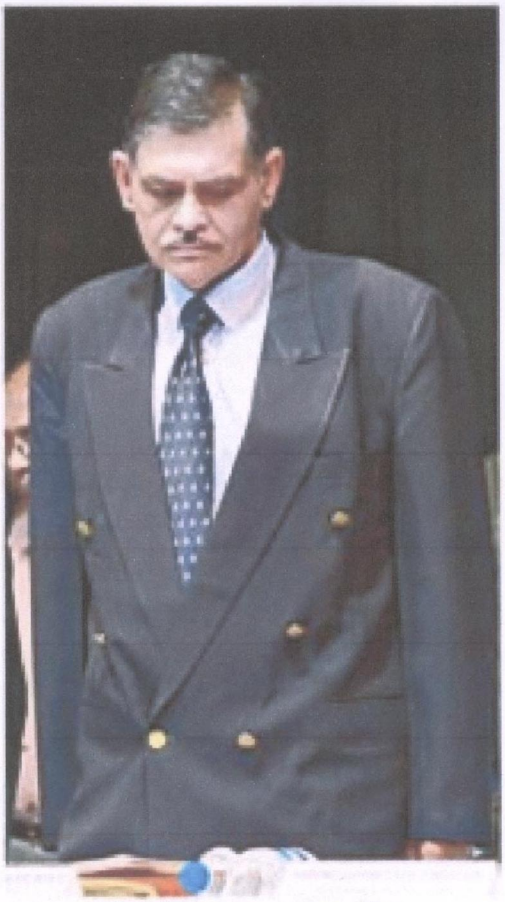

নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়।— ফাইল চিত্র

যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে কিংবা বাজি কারখানার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় দূষণ ছড়িয়ে এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয়, সেজন্যও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং দমকলকে বলা হয়েছে, তারাও যাতে যৌথভাবে অভিযান চালায়।

দুর্গাপুজো, কালীপুজো, দীপাবলির সময় বাজারে বাজির চাহিদা বেশি থাকে। তাই সময় বুঝে ওই কারখানাগুলিতে অভিযান চালানো প্রয়োজন বলে জানিয়েছে কমিশন। তাদের যুক্তি, বাজারের চাহিদা মেটাতে কারখানাগুলি কোনও নিয়মকানুন মানে না। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে ওই সময়েই অস্থায়ী ভিত্তিতে বেশি করে শিশুদের বাজি তৈরির কাজে নিয়োগ করা হয়। কমিশনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "বাজি কারখানায় যে সব কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, তা মানুষের শরীরে ঢুকলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবেই। বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যের বেশি ক্ষতি হয়। তাই বাজি কারখানায় শিশুদের কাজ করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।"

কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, "মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম কাজই হল বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। এটা কমিশনের আইনে রয়েছে। আগে কেন করা হতো না, জানি না। আমরা আসার পর সেই কাজটা শুরু করেছি।"